ইউনিট - ২

স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা

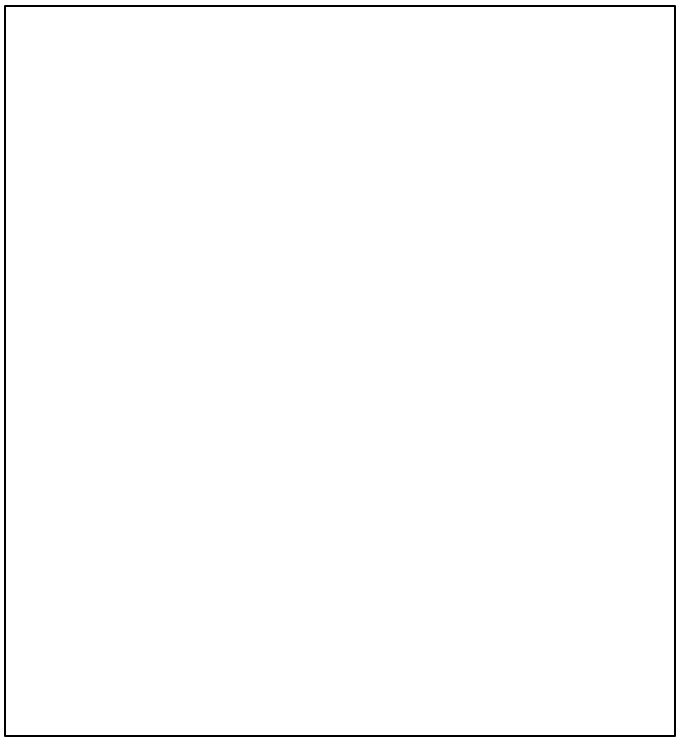

ভূমিকা

স্তব ও স্তোত্র শব্দ দুটি সমার্থক। দুটি শব্দই সংস্কৃত স্তু-ধাতু থেকে এসেছে। স্তু-ধাতুর অর্থ প্রশংসা করা। সুতরাং স্তব-স্তোত্র শব্দের অর্থ প্রশংসা। ঈশ্বরের গুণ বা মহিমা ব্যক্ত করে প্রশংসা করার নাম স্তব-স্তোত্র। স্তব-স্তোত্রকে স্তুতিও বলা হয়। যেমন- ব্রহ্মস্তোত্র, দেবীস্তোত্র, গঙ্গাস্তব, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ইত্যাদি।

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের উচিত তাঁর স্তুতি পাঠ করা।

প্রার্থনা শব্দের অর্থ কোন কিছু চাওয়া। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট কোন কিছু চাওয়াকে প্রার্থনা বলা হয়।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা রয়েছে। এ ইউনিট-এ কয়েকটি স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাঠ-১ স্তব-স্তোত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে একটি করে স্তব শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রতিটি স্তবের বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- প্রত্যেক স্তবের উৎস নির্দেশ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১। বেদ :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ
সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা
অত্যতিষ্ঠদ্শাঙ্গুলম্।।
(ঋগ্বেদ ১০/৯০/১)

শব্দার্থ ও টীকা
পুরুষ– এখানে পুরুষ বলতে পরম পুরুষ বা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে।
অত্যতিষ্ঠদ্শাঙ্গুলম্– অতি+অতিষ্ঠৎ+দশ+আঙ্গুলম্।
ঋগ্বেদ ১০/৯০/১– এর অর্থ হচ্ছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম শ্লোক।

বাংলা অর্থ : পুরুষের (ঈশ্বরের) সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পা। তিনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে বিশ্ব অপেক্ষা দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

২। উপনিষদ :

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো যাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪/৪)

শব্দার্থ ও টীকা
লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ– লোহিত+অক্ষঃ+তড়িৎ+গর্ভঃ। **লোহিত**– রক্ত বা লাল রঙ। **অক্ষ**– চোখ; **লোহিতাক্ষঃ**– রক্তবর্ণ বা লাল রঙের চোখ যার।
তড়িদ্গর্ভঃ– যার ভেতরে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ আছে।
অনাদিমত্ত্বং– অনাদিমৎ+ ত্বম্। **অনাদিমৎ** – আদি নেই যার।
ত্বম্– তুমি।
শ্বেতাশ্বতর ৪/৪– শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪র্থ মন্ত্র।

বাংলা অর্থ : তুমিই নীল পতঙ্গ (ভ্রমর), তুমিই সবুজ বর্ণ ও রক্তচক্ষু শুক পাখি। তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল ঋতু ও সকল সমুদ্র। তোমার আদি নেই। সর্বব্যাপীরূপে তুমি বর্তমান। তোমা থেকেই নিখিল ভুবনের সৃষ্টি হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা :

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।
(গীতা, ১১/৩৮)

পুরাণস্ত্বমস্য– পুরাণঃ+ত্বম্+অস্য
বিশ্বমনন্তরূপ– বিশ্বম্+অনন্ত+রূপ
১১/৩৮– অর্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক।

বাংলা অর্থ : হে অনন্তরূপ, তুমি আদি দেব, অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান। তুমি সবকিছু জান, তোমাকেই জানতে হয়, তুমি পরম স্থান এবং জগৎকে তুমিই পরিব্যাপ্ত করে আছ।

৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী :

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
(৫/৩২)

শব্দার্থ ও টীকা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫/৩২– শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক শ্লোক।

বাংলা অর্থ : যে দেবী সকল জীবে শক্তিরূপে আছেন, তাঁকে নমস্কার, নমস্কার, বারবার নমস্কার।

সারাংশ

ঋগ্‌বেদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে সংকলিত এই চারটি মন্ত্র ও শ্লোকে ঈশ্বরের গুণ-কীর্তন করা হয়েছে। শ্লোকগুলো থেকে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, সবই তিনি। তাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ। তিনি শক্তিরূপে সর্বত্র বিরাজিত। তাই আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'স্তোত্র' শব্দটি কোন ধাতু থেকে উৎপন্ন?
ক. স্তৃ-ধাতু খ. স্তূ-ধাতু
গ. স্তু-ধাতু ঘ. স্তৈ-ধাতু

২. 'সহস্রশীর্ষা' পদের অর্থ কি?
ক. সহস্র হস্ত বিশিষ্ট খ. সহস্র মস্তক বিশিষ্ট
গ. সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট ঘ. সহস্র পদ বিশিষ্ট

৩. 'যতো যাতানি ভুবনানি বিশ্বা' ঃ কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ খ. শ্রীশ্রীচণ্ডী
গ. যজুর্বেদ ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

৪. ‘তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত’ সংস্কৃত কি?

ক. ত্বয়া কৃতম্ খ. ত্বয়া সৃষ্টম্

গ. ত্বয়া লিখিতম্ ঘ. ত্বয়া ততম্

পাঠ-২ সংস্কৃত প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংস্কৃত প্রার্থনাগুলো যথাযথ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রার্থনা-মন্ত্র ও শ্লোকগুলোর বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- সংকলিত মন্ত্র ও শ্লোকগুলোর আকরগ্রন্থের নাম লিখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১। বেদ :

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে
গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি।।
(সামবেদ ১/১/১)

শব্দার্থ ও টীকা
সামবেদের মন্ত্রসমূহ গান। এগুলো গাওয়া হত। **১/১/১** – সামবেদের পূর্বার্চিকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কাণ্ডের প্রথম মন্ত্র।

বাংলা অর্থ : হে অগ্নি, আনন্দের জন্য এস। স্তবযুক্ত হয়ে দেবলোকে আহুতিভার বহনের জন্য এস। হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞাসনে উপবেশন কর।

২। উপনিষদ :

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীমস্তু,
মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ
(কঠোপনিষদ, শান্তিমন্ত্র)

শব্দার্থ ও টীকা
নাববতু– নৌ+অবতু ; **নৌ**– আমাদের। এখানে আমাদের বলতে গুরু-শিষ্য বা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষক তার নিজের ও শিক্ষার্থীর– উভয়ের জন্য একই সাথে প্রার্থনা করছে। **অবতু**– রক্ষা করুন। **করবাবহৈ**– লাভ করতে পারি। **নাবধীতম্**– নৌ+অধীতম্। **মা**– না (অব্যয়)। **বিদ্বিষাবহৈ**– পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই।

বাংলা অর্থ : (ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন সমভাবে শক্তিমান হতে পারি। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হোক। আমরা যেন কাউকে হিংসা না করি। শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা :

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত –
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।
(১১/৪৬)

শব্দার্থ ও টীকা
চক্রহস্তমিচ্ছামি – চক্রহস্তম্+ইচ্ছামি। **দ্রষ্টুমহং** – দ্রষ্টুম্+অহম্। **তেনৈব** – তেন+এব। **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১১/৪৬** – শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৬তম শ্লোক। উক্তিটি অর্জুনের।

বাংলা অর্থ : মুকুট, গদা এবং চক্রধারী তোমার পূর্বের রূপটি আমি দেখতে চাই। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বরূপ, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

সারাংশ

সামবেদের সংকলিত মন্ত্রটিতে অগ্নিদেবকে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। কঠোপনিষদের শান্তিমন্ত্রে ঋষি নিজেকে ও তাঁর শিষ্যগণকে সমভাবে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁদের অধীত বিদ্যার উন্নতির জন্য ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করেছেন। তিনি অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেও চেয়েছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃত শ্লোকে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শান্ত ও স্নিগ্ধ চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. সামবেদের প্রার্থনা-মন্ত্রটি কোন আর্চিক থেকে সংকলিত হয়েছে?
   ক. উত্তরার্চিক খ. মধ্যার্চিক
   গ. পূর্বার্চিক ঘ. অপরার্চিক

২. 'সহস্রাবাহো ভব বিশ্বমূর্তে' - এ শ্লোকাংশটি কোন ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত?
   ক. ভাগবত খ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
   গ. চণ্ডী ঘ. বেদ

৩. 'নৌ' পদের দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?
   ক. গুরু ও শিষ্যকে খ. পিতা ও পুত্রকে
   গ. ভ্রাতা ও ভগ্নীকে ঘ. ভক্ত ও ভগবানকে

৪. গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৬তম শ্লোকটি কার উক্তি?
   ক. কৃষ্ণের খ. ধৃতরাষ্ট্রের
   গ. সঞ্জয়ের ঘ. অর্জুনের

প্রয়োজনীয় অংশ নোট করুন

পাঠ-৩ বাংলা প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শুদ্ধ উচ্চারণে সংকলিত বাংলা প্রার্থনা দুটি আবৃত্তি করতে পারবেন।
- প্রার্থনা দুটির ভাবার্থ বলতে পারবেন।
- প্রার্থনা দুটির রচিয়তার নাম বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১। তুমি নির্মল কর মঙ্গল-কর
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ-বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা ;
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধর-সলিল-গহনে,
আছ বিটপি-লতায়, জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।

(রজনীকান্ত)

২। বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি,
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নর-নারী।।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ
না থাকে শোক-পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান
বিতর, বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয়, জয় হোক্ তোমারি।।

(রবীন্দ্রনাথ)

মর্মার্থ

১। রজনীকান্তের প্রার্থনা

অন্তহীন কামনা-বাসনাময় এই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি নেই। ভোগাকাঙ্ক্ষার কখন নিবৃত্তি ঘটে না বলে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির পূরণ অসম্ভব। এর ফলে সে প্রতিনিয়ত দুঃখ ভোগ করে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানের পাদপদে নিজেকে সমর্পণ করা। ঈশ্বরের রাতুল চরণে নিজেকে স্থাপন করতে পারলেই রোগ-শোক ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ এই পঙ্কিল পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়।

২। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা

হিংসা-বিদ্বেষ ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে থেকে আজ শান্তি নেই। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে মানুষের মধ্যে যদি মায়া-মমতা, স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি অনুভূতিগুলোর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে তাহলে পৃথিবী আবার শান্তিময় এক বাসযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে।' – এ চরণটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. রজনীকান্ত
গ. অতুল প্রসাদ ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল

২. 'বিটপি' শব্দের অর্থ কি?
ক. লতা খ. বন
গ. গাছ ঘ. ঘাস

৩. 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি' – এ চরণটি কার রচনা?
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের খ. রবীন্দ্রনাথের
গ. রামপ্রসাদের ঘ. সত্যেন্দ্রনাথের

৪. ঊর্ধ্বমুখে নর-নারী কি 'লয়ে' দাঁড়িয়ে আছে?
ক. শুষ্ক হৃদয় খ. শূন্য হৃদয়
গ. পূর্ণ হৃদয় ঘ. ব্যর্থ হৃদয়

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. স্তব-স্তোত্র কাকে বলে? (ইউনিট - ১-এর ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন)
২. আপনার পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লিখুন। (পাঠ - ১ থেকে লিখুন)
৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতার একটি শ্লোক বাংলা অর্থসহ লিখুন। (পাঠ - ১ থেকে লিখুন)
৪. শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে উদ্ধৃত মন্ত্রটি সরলার্থসহ লিখুন। (পাঠ - ১ থেকে লিখুন)
৫. 'সামবেদ'-এর উদ্ধৃত মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লিখুন। (পাঠ - ২ থেকে লিখুন)
৬. রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করুন। (পাঠ - ৩ রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

১. গ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

১. গ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

১. খ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক